بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ আগস্ট, ২০২২ মোতাবেক ০৫ যহুর, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ২০১৯ সালের পর পুনরায় বিস্তৃত পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরও জলসা হয়েছিল কিন্তু সীমিত সংখ্যায় (হয়েছিল)। যদিও এ বছরও জলসা সালানা কেবলমাত্র যুক্তরাজ্য জামাতের এবং বহির্বিশ্বের অতিথি (খুবই) সীমিত সংখ্যায় যোগদান করছেন কিন্তু তিনদিনই ইনাশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের সকল জামাতের অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে, আর ইনশাআল্লাহ্ (সবাই) যোগদান করবেন। আশা করি, উপস্থিতি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যেমনটি আমরা সবাই জানি, করোনা মহামারীর কারণে নিয়মিত বার্ষিক জলসার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করতে হয়েছে এবং জলসার কল্যাণরাজি থেকে আমরা রীতিমত কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি নি, এক বছর তো মোটেও (পারিনি)। এবছরও এই মহামারীর প্রকোপ ওঠানামা করছে এবং এখনও সম্পূর্ণভাবে এটি দূর হয় নি। বরং এখানেও এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সম্প্রতি এটি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে (একস্থানে) সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিধি-নিষেধ ছিল তা এখন আর সেভাবে নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা সবাই সচেতনতামূলক পদক্ষেপ পরিহার করবো। স্বাস্থ্যবিধির সকল দিক (জলসায়) অংশগ্রহণকারী সবারই দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। সচেতনতামূলক পদক্ষেপের মধ্যে একটি হলো, (জলসায়) অংশগ্রহণকারীগণ এবং কর্তব্যরত কর্মীদের সবাই মাস্ক পরে থাকবেন। জলসা গাহে বসে থাকার সময়, ডিউটি প্রদানের সময় অথবা বাহিরে ঘোরাফেরার সময়ও (মাস্ক পরবেন)। একইভাবে আয়োজকগণও এবছর সকালে আসার সময় এবং ফিরে যাবার সময় যেসব হোমিওপ্যাথি ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, তাদের মতে এটি রোগ (নিরাময়ে) কার্যকর। আল্লাহ্ তা'লা তাতে আরোগ্যও নিহিত রাখুন। ঔষধে নিরাময় রাখা আল্লাহ্ তা'লার কাজ কিন্তু আমাদেরকে বাহ্যিক চেষ্টা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে এ (জলসায়) অংশগ্রহণকারী সবাইকে বলবো, ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করুন। জলসা উপলক্ষ্যে সেসব কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী যারা নিজেদের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবায় উৎসর্গ করেন তাদেরকে আমি সাধারণত জলসার এক সপ্তাহ পূর্বের খুতবায় কোন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। (কিন্তু) গত খুতবায় আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নি তাই আজ এ বিষয়ে কিছু কথা বলবো। কতিপয় কিশোর, যুবক এবং নতুন ডিউটি প্রদানকারীও রয়েছে; (এতে) তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। গত তিন বছরে পাকিস্তান থেকেও অনেক লোক এখানে এসেছেন, যাদের জলসায় ডিউটি দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই; কেননা সেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ জলসা হচ্ছে না। এবিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কেও তারা অবগত হয় বা অবগত হবে। একইভাবে আমি বলেছি, (এতে) পুরোন কর্মীদেরও স্মরণ করানো হয়ে যায়। যাহোক, এ সম্পর্কে সংক্ষেপে

কিছু বলবো। এছাড়া আগমনকারী অতিথিদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য কিছু কথা বলবো। আমরা যদি এসব কথা দৃষ্টিপটে রাখি তাহলে জলসার প্রকৃত পরিবেশ থেকে আমরা উপকৃত হতে থাকবো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এই জলসা কোন জাগতিক মেলা নয় বরং আল্লাহ্ ও রসূলের কথা শোনার জন্য এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ার জন্য আমরা এখানে সমবেত হই ও হয়েছি।** আল্লাহ্ ও রসূল যা বলেছেন আমরা যখন সেসব নির্দেশের ওপর আমল করি তখন আমরা হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ (তথা আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার) উত্তমরূপে প্রদানকারী হতে পারি। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি; প্রথমে আমি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো। মাস্ক এবং ঔষধ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলে দিয়েছি, এগুলো মেনে চলুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের যুবক, শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের মাঝে এ বিষয়ে আগ্রহও আছে আর বুৎপত্তি আছে যে, আমরা জলসায় আগত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার উদ্দেশ্যে নিজেকে উপস্থাপন করবো এবং উত্তমরূপে সেবাও করবো। সেবকরা যে কোন পেশার বা বংশের সাথেই সম্পর্ক রাখুন না কেন, ধনী-দরিদ্র সবাই এই প্রেরণা নিয়েই (কাজ করতে) আসেন। জলসার কাজ শুধু জলসার এই তিন দিনেই হয় না বরং কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই আরম্ভ হয়ে যায়। আর এখন তো এমটিএ তাদের বিভিন্ন সংবাদে এবং ছোট ছোট ক্লিপস আকারে এগুলো দেখাতে থাকে যে, কীভাবে কাজ হচ্ছে। যদিও কিছু কাজ বাহিরের বিভিন্ন কোম্পানি এবং ঠিকাদারদের দিয়ে করানো হয় কিন্ত এছাড়াও অনেক কাজ আছে যার জন্য জনশক্তির প্রয়োজন পড়ে। আর সেচ্ছাসেবীরা নিজেদের সময় কুরবানী করে সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই শক্তির যোগান দিয়ে থাকে। আর যেমনটি আমি বলেছি, সকল শ্রেণীর মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জগদ্বাসী স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য মানুষ জোগাড়ের চেষ্টা করে কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এর একেবারে বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। অর্থাৎ, এত কর্মী এসে যায় যে, তাদেরকে সামাল দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপনাকে হিমশিম খেতে হয়। জলসার যেগুলো নিয়মিত ডিউটি সেগুলোর তো পূর্বেই চার্ট বা তালিকা প্রস্তুত করা হয়, প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়। সব বিভাগকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী সরবরাহের চেষ্টা করা হয় আর প্রদানও করা হয় কিন্তু জলসার পূর্বে যে ওয়াকারে আমল রয়েছে অথবা পরবর্তী যে ওয়াকারে আমল থাকে সেক্ষেত্রে অনেক অতিরিক্ত মানুষ চলে আসে, কেননা (এজন্য) সাধারণভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই গত রবিবারেও হাদীকাতুল মাহদীতে এত কর্মী একত্রিত হয়ে যায় যে, ব্যবস্থাপনা যা প্রত্যাশাও করে নি, আর আমি জানতে পেরেছি; তাদের জন্য খাবারেরও যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ব্যবস্থাপনার উচিত ছিল, লোক সংখ্যা দেখে পূর্বেই এর ব্যবস্থা করা। এটি যিয়াফত বা অতিথিসেবা বিভাগের কাজ। এসব স্বেচ্ছাসেবী খাবারের সময় এসে জড়ো হয় নি, কেননা সকাল থেকেই কাজ করছিল অথবা সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার ধারণা, গত শুক্রবার খুতবার শেষদিকে আমি যখন জলসার বরাতে দোয়ার জন্য বলি আর কর্মীদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করি তৎক্ষণাৎ একটি বিশেষ প্রেরণা নিয়ে অন্য লোকেরাও নিজেদের সেবা উপস্থাপন করে। যাহোক, ব্যবস্থাপনার উচিত তারা যেন বিশেষ করে Weekends অর্থাৎ শনি-রবিবারে বিশেষ ব্যবস্থা রাখেন। ভবিষ্যতের জন্য যিয়াফত বিভাগের এসব কথা নোট করা উচিত। অনুরূপভাবে এটিও যিয়াফত বিভাগের কাজ, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জলসার দিনগুলোতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার প্রস্তুত করুন। এবছর যে জলসা হচ্ছে, যেহেতু

সঠিকভাবে অনুমান করা যাচ্ছে না, কারো কারো দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে যে, রোগের কারণে লোকজন আসবে কিনা আবার কতেক মনে করে, আতঙ্কের কারণে আসবে কিনা তা জানা নেই। আবার কারো কারো ধারণা হলো, দীর্ঘ সময় পর জলসা হচ্ছে তাই অবশ্যই (মানুষ) আসবে। কিন্তু সাধারণত আমাদের ব্যবস্থাপনার যখন খরচের প্রশ্ন আসে, বিশেষভাবে খাবারের দায়িত্বপ্রাপ্ত যিয়াফত বিভাগের; তাদের দৃষ্টি নেতিবাচক হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার প্রস্তুত করার পরিবর্তে এই আশায় থাকে যে, খাবার কম প্রস্তুত করো– কেননা লোকজন কম আসবে। এটি একেবারেই ভুল কাজ। যিয়াফতের দায়িত্ব হলো, যেসব অতিথি আসছেন তাদের পুরোপুরি আতিথেয়তা করা। একইভাবে এ প্রসঙ্গেই খাবার বিষয়ে আমি নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছি; এখন গ্রীষ্মকাল বা গরমের দিন। যিয়াফত বিভাগের উচিত, যাদের দ্বারা মাংস কাটাবেন, যতটুকু মাংস কাটা হবে তা সঙ্গে সঙ্গে চিলারে বা হিমাগারে চলে যাওয়া উচিত, এমন যেন না হয় যে, সারাদিন (বাইরে) পড়ে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরে লোকদের অসুস্থ বানিয়ে ফেলবে। একইভাবে অন্যান্য খাবারের (গুণগত মান) সম্পর্কেও আশ্বস্ত হওয়া উচিত। যাহোক, যারা প্রথমে এসেছিলেন, আমি যাদের বিষয়ে উল্লেখ করছি, সেবার মানসে স্বেচ্ছাসেবক দল তারা তো সেবার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। তারা খাবার পেয়েছেন কি পাননি (তা না দেখে) নিরবে চলে গেছেন কিন্তু ব্যবস্থাপনার এই দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কর্মীদেরও আমি বলতে চাই, জলসার এই তিন দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের এই প্রেরণা নিয়ে সেবা করুন যাতে সর্বদা তাদের এই অনুভব থাকে আর তাদের হৃদয়ে (জাগরুক) থাকে যে, আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অথবা কোন অতিথিদের কাছ থেকে এই সেবার কোনো প্রতিদান নিব না আর আমরা প্রতিদান পাবোও না বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এসব অতিথির সেবা করতে হবে আর সেই সাহাবী এবং তাঁর স্ত্রীর আদর্শকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যারা (তাদের) সন্তানদেরকেও অভুক্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর নিজেরাও অভুক্ত থেকেছেন আর অতিথিদের আতিথেয়তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। প্রদীপ নিভিয়ে অতিথিকে বুঝিয়েছেন যে তারাও অতিথির সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করেছেন আর খোদা তা'লা তাদের এই কাজে এতটাই প্রীত হয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-কেও এর সংবাদ দিয়েছেন এবং পরের দিন মহানবী (সা.) সেই সাহাবীকে বলেন, তোমাদের রাতের কৌশলে (অর্থাৎ, সেই অতিথিকে খাবার খাওয়ানোর জন্য যে কৌশল ছিল- তা দেখে) আল্লাহ্ তা'লাও হেসেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এতে খুবই আনন্দিত হয়েছেন এবং হেসেছেন আর পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা এমন কুরবানীকারীদের উল্লেখ করেছেন। এসব কুরবানীকারী নিঃস্বার্থভাবে কুরবানী করে থাকেন আর এরাই সফলকাম হবেন।

অতএব, এটি ছিল সাহাবীদের আতিথেয়তা এবং অতিথিসেবার রীতি। কতইনা সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে অতিথিসেবার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেন আর অতিথিও তারা যারা যুগ ইমামের আহ্বানে (সাড়া দিয়ে) আগমন করেছেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর কথাবার্তা শোনার জন্য এসেছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের বাসনা নিয়ে এসেছেন। অতএব, অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ঐসব স্বেচ্ছাসেবক যারা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মের খাতিরে আগত অতিথিদের সেবা করছেন। যেখানে অধিক সংখ্যায় লোক সমাগম হয় সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের লোকও থাকে। কেউ কেউ অনেক রাগী স্বভাবেরও হয়ে থাকে এবং অনেক সময়

তারা কর্মীদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে বসে অথবা কোন কিছুর জোরালো দাবি জানায় কিন্তু পুরুষ কর্মী হোক বা মহিলা কর্মী- তাদের কাজ হলো তারা যেন কারো সাথে শক্ত ব্যবহার না করেন। কঠোর ভাষায় কেউ কিছু বললে তাকে কঠোর ভাষায় উত্তর দিবেন না বরং হাসিমুখে উত্তর দিতে হবে। প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারলে করুন অন্যথায় নম্রভাবে, আন্তরিকতার সাথে অপারগতা প্রকাশ করুন অথবা আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যান, যিনি অতিথির সমস্যার সমাধান করবেন। কখনো কখনো এ কাজ বেশ দুরূহ হয়ে যায় কিন্তু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য একাজ করা উচিত। নিজের আবেগ ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। একইভাবে কর্মীরাও পারস্পরিক কথাবার্তায় নম্রতা অবলম্বন করুন। সকল কর্মকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়কও নিজের সহকারীদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলুন। কারো দ্বারা যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে যায় তাহলে স্নেহের সাথে বুঝান। কর্মকর্তাদেরও এই চেতনা থাকা উচিত যে, এসব স্বেচ্ছাসেবক আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং বিশেষ কোনো বিভাগের কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও কেবল সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করছেন, কাজেই তাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পরস্পরের সাথে মিলেমিশে কাজ করার সৌভাগ্য দিন। আর এই প্রেরণা তখনই সৃষ্টি হবে যখন কর্মকর্তাদের এবং সাহায্যকারীদের এই বুৎপত্তি লাভ হবে যে, কেবল আত্মত্যাগের স্পৃহা নিয়েই আমাদেরকে এই সেবা করা উচিত। মহানবী (সা.) অতিথিদের অন্যায় আচরণের বিপরীতেও সেবা এবং কুরবানীর কীরূপ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, একজন অমুসলমান অতিথি এসেছিল। তাকে খাবার-দাবারের মাধ্যমে যত্ন-আত্তি করা হয়েছিল, তাকে রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানা সরবরাহ করা হয়। রাতে অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তার পেট খারাপ হয়ে যায় কিংবা জেনেশুনে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন আচরণ করেছিল যে, সে নিজের বিছানা নোংরা করে অতি প্রত্যুষে চলে যায়। মহানবী (সা.) তার এই আচরণে মনোক্ষুন্ন হননি বরং পানি আনিয়ে নিজেই তা পরিস্কার করতে আরম্ভ করেন। সাহাবীরা বলেন, আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও যে, আমরা আপনার সেবক থাকতে আপনি কেন কষ্ট করছেন, আমাদেরকে ধুতে দিন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমার অতিথি ছিল তাই আমিই এই কাজ করবো। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে সে তার অতিথিকে সম্মান করে।

অতএব, আমাদের সকল স্বেচ্ছাসেবী, পুরুষ ও নারী কর্মী, কর্মকর্তা অথবা সাহায্যকারীর আবশ্যক দায়িত্ব হলো, যেসব অতিথি ধর্মের উদ্দেশ্যে এসেছেন (তারা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুরবানী করে হলেও আমরা তাদের সেবা করব। সর্বদা উন্নত মন-মানসিকতারও পরিচয় দিন। সানন্দে, চেহারায় কোনো প্রকার অসন্তুষ্টির ছাপ প্রকাশ না করে সেবা করুন। এই প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কর্মীদের মাঝে রয়েছে, শত শত (কর্মীর) মাঝেই রয়েছে। আমি আশা রাখি, এই প্রেরণা নিয়েই সকল কর্মী কাজ করবে। বিভিন্ন বিভাগে যেসব কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে তারাও সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তারা সেবা করার সুযোগ লাভ করছেন। আপনারা কর্মকর্তা সেজে নয় বরং সেবক হিসেবে নিজেদের সকল দায়িত্ব পালন করুন, নিজেদের উন্নত চরিত্র প্রতিষ্ঠা করুন তাহলে অধীনস্থ

এবং সাহায্যকারীরাও উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিকও দান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিদের সাথে সদাচরণের বিষয়ে বহু স্থানে নসীহত করেছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বহু অতিথি আগমন করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কতককে তোমরা চেন, কতক তোমাদের পরিচিত, কতক তোমাদের অপরিচিত। তাই সমীচীন হলো, সবাইকে সম্মানিত জ্ঞান করে আতিথেয়তা করা। অতএব এই নীতি সর্বদা প্রত্যেক কর্মীর আর বিশেষত সেসব কর্মীর, যাদের সরাসরি অতিথিদের সম্মুখীন হতে হয়, দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। বিশেষভাবে অতিথি আপ্যায়ন ও খাদ্য পরিবেশন বিভাগ ইত্যাদিতে যারা দায়িত্বরত আছেন তারা এর ওপর ভালোভাবে আমল করুন। এ বছর কোভিডের কারণে যেহেতু অনেক সাবধানতাও অবলম্বন করতে হবে তাই এমন ব্যবস্থাপনা হওয়া উচিত এবং আমার ধারণা, দপ্তরগুলো সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছে যে, খাবার খাওয়ার সময় বেশি মানুষ যেন একসাথে দীর্ঘ সময় বসে না থাকে, আর খাবার খেয়ে তারা যেন দ্রুত তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। অতিথিদেরও এবিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত এবং ব্যবস্থাপনার সহযোগিতা করা উচিত। খাবারের সময় তো বাধ্য, কিন্তু সাধারণভাবে যেমনটি আমি বলেছি, মাস্ক আবশ্যিকভাবে পরিধান করুন, আর খাদ্য গ্রহণের সময় যথাসম্ভব কম কথা বলুন। নীরবে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন এবং দ্রুত খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যান। নিজেকেও কষ্টে নিপতিত করবেন না এবং ব্যবস্থাপনাকেও কষ্টে ফেলবেন না। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তো আমি কিছু মৌলিক কথা বলে দিলাম এবং তাদেরকে অতিথিসেবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণও করলাম। এখন অতিথিরাও কিছু কথা শুনে নিন। অতিথিরা যদি এ বিষয়টি বুঝে যান এবং এর ওপর আমল করেন, যা ইসলামী শিক্ষা যে, অতিথিরা যেন মেজবানের ওপর অস্বাভাবিক বা অপ্রয়োজনীয় কোনো বোঝা না চাপায়, তাহলে ভালোবাসা ও প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকে। অতিথিরা যদি মেজবানের কাছে অসংগত প্রত্যাশা বা মাত্রাতিরিক্ত আশা করে তাহলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতএব অতিথিদের উচিত মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা না করা। যদি এরূপ অবস্থা হয় তাহলে বাড়ির লোকেরাও স্বচ্ছন্দে থাকবে আর যাদের ওপর অতিথিদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছে তারাও স্বচ্ছন্দে থাকবে আর অতিথিরাও (স্বচ্ছন্দে থাকবে)। অতএব এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনেও যারা অবস্থান করছেন তারা সেসব কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন যে, তাদের আহমদী ভাই ও বোনেরা নিজেদের উত্তম অবস্থান থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে অতিথিদের সেবায় উপস্থাপন করেছেন। কখনো কখনো অতিথির পছন্দসই খাবার রান্না হয় না। যদিও জামা'তী এ ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রত্যেক আহমদী অবগত যে, জলসার দিনগুলোতে আমাদের এখানে সাধারণত আলু দিয়ে মাংস এবং ডাল রান্না হয়। কাজেই অতিথিরা যদি তাদের পছন্দসই খাবার না-ও পায় তবুও খুশি মনে খেয়ে নেয়া উচিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, মেজবানের পক্ষ থেকে অতিথিকে যে খাবারই পরিবেশন করা হয় তা খুশি মনে খেয়ে নেয়া উচিত। বিগত বছরগুলোতে যা হতো তা হলো, কেউ যদি লঙ্গরের খাবার না খেতো অথবা তার মন না চাইত তাহলে সে বাজারে গিয়ে, অর্থাৎ এখানে জলসার সীমানায় সাময়িকভাবে যে বাজারের ব্যবস্থা করা হয় সেখানে গিয়ে কিছু না কিছু খেয়ে নিত। কিন্তু এ বছর সেভাবে বাজারের সুবিধা নেই। তাই যাদের খাদ্যাভাস ভিন্ন তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য খুশি মনে যা-ই পাওয়া যায় তা খেয়ে নেয়া। তথাপি আমি যিয়াফত তথা আপ্যায়ন বিভাগকে বলব, তারাও যেন ভালো

মানের খাবার রান্না করার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। যদিও স্বল্পসংখ্যক লোকই এমন রুচির অধিকারী হয়ে থাকে, তথাপি এই স্বল্পসংখ্যক লোকই কখনো কখনো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে যায়। উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা কেবল কর্মীদেরই দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সদস্যেরও দায়িত্ব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যেও বলেছেন যে, উত্তম নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করবে এবং একে অন্যের প্রতি যত্নশীল থাকবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সর্বদা এ বিষয়টি যেন দৃষ্টিপটে রাখে যে, সে এই জলসায় নিজের ধর্মীয়, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অংশগ্রহণ করছে। আর এ বিষয়টি অর্জনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথাটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এই জলসা শুধুমাত্র ঐশী সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত জলসা। তাই কখনোই ছোটোখাটো বিষয়ে কোন ধরনের অধৈর্য ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করা উচিত নয়। কর্মীরাও মানুষ, তাদের পক্ষ থেকে যদি কোন অন্যায় হয়ে যায় তাহলে তা উপেক্ষা করা উচিত। কেননা এটি নিজের নৈতিক চরিত্র শুধরানোর অনেক বড় একটি মাধ্যম। একথা ঠিক যে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে কোন পক্ষের কোন একটি বিষয় অন্যকে উত্তেজিত করার কারণ হয়। পরস্পরের মধ্যে, অর্থাৎ অতিথিদের পক্ষ থেকে বা কর্মীদের পক্ষ থেকে (এমনটি ঘটতে পারে)। কিন্তু উন্নত নৈতিক চরিত্র হলো মানুষ যেন তা উপেক্ষা করে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায় এবং ঝগড়াবিবাদ না বাড়ায়। যুবকদের মধ্যে অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি তা এক মহান উদ্দেশ্য। আমাদের আত্মিক তৃষ্ণা মেটানো হলো উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা হলো উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দার প্রাপ্য প্রদানের পন্থা শেখা হলো উদ্দেশ্য। অতএব এজন্য কমপক্ষে নিজেদের আবেগ অনুভূতির কুরবানী করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ার মাধ্যমেও সাহায্য চাইতে হবে। এরূপ স্পৃহা যখন সৃষ্টি হবে এবং মুখে যিকরে ইলাহী করার প্রতি মনোযোগ থাকবে আর যখন তওবা ও এস্তেগফার করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে তখন কারো পক্ষ থেকে যদি কোন কষ্টও পাওয়া যায় তাহলে ক্ষমা ও মার্জনা করা হবে। অতএব এ দিনগুলোতে সর্বদা এই বিষয়টিও স্মরণ রাখুন যে, এখানে আমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে সফর করে এসেছি। সফরের দোয়া শেখাতে গিয়ে একস্থানে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা এই দোয়া করো যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে এই সফরের কল্যাণ ও তাক্বওয়া যাচনা করি। তুমি আমাদেরকে এমন পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দান করো যা তুমি পছন্দ কর। অতএব আমরা যখন এভাবে দোয়া করব তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এখানে অবস্থান এবং সফরকেও কল্যাণারাজিতে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

অতএব এই দিনগুলোকে দোয়া ও যিকরে ইলাহীতে পরিপূর্ণ করতে সচেষ্ট হোন। মহানবী (সা.) আমাদেরকে সকল উপলক্ষ্যের দোয়া শিখিয়েছেন। বহু লোক জলসার কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এসেছে। রেখে আসা পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের চিন্তাও থাকবে। (তাদের জন্য) তিনি বলেন, এই দোয়া কর যে, হে আমাদের খোদা! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কাঠিন্য থেকে এবং অপছন্দনীয় ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী দৃশ্যাবলী দেখা থেকে, ধনসম্পদ ও পরিবারপরিজনের মধ্যে মন্দ পরিণাম সৃষ্টি হওয়া থেকে এবং অপছন্দনীয় পরিবর্তন থেকে। খুবই পূর্ণাঙ্গীণ একটি দোয়া এটি। সফরে নিজেকেও সবদিক থেকে সুরক্ষিত রাখার দোয়া এবং পরিবারপরিজনের আল্লাহ্ তা'লার

হেফযতে থাকারও দোয়া এটি। এমন চিন্তাধারা ও এমন দোয়ার মাধ্যমে জিহ্বাকে সিক্ত করে প্রত্যেক নরনারী যখন এখানে পদচারণা করবে তখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করা এবং হৃদয়ে প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মন্দ দৃশ্য দেখা থেকেও রক্ষা করবেন। বর্তমানে কোভিড-এর কারণে উদ্বেগও রয়েছে। দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোনিবেশ করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা এখানে (জলসায়) অংশগ্রহণকারীদের নিরাপদে রাখেন এবং যারা বাড়িঘরে অবস্থান করছেন তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রাখেন। কাজেই সাধারণ দোয়ার পাশাপাশি এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দরূদ শরীফও পাঠ করুন। অনুরূপভাবে নামাযের সময় নামায পড়তে আসুন, বাইরে বৃথা কথাবার্তায় সময় নষ্ট করবেন না। একইভাবে কর্মীরাও নামাযের সময়ে যাদের ডিউটি নেই তারা বা–জামা'ত নামায আদায়ের চেষ্টা করুন। অনুরূপভাবে সকল অংশগ্রহণকারী জলসার অনুষ্ঠান চলাকালীন জলসাগাহে বসে বক্তৃতা শুনার চেষ্টা করুন। বক্তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে বক্তৃতা প্রস্তুত করেন, এর মাধ্যমে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। এজন্য কেবল এটিই দেখবেন না যে, কে ভালো বক্তৃতা করছে আর কে ভালো বক্তা। বরং এটি দেখুন যে, বক্তৃতার বিষয়বস্তু কী এবং এর উপকারিতাই বা কতটা। বক্তৃতাগুলো সাধারণত এমন সব বিষয়বস্তুর ওপর নির্ধারিত হয়ে থাকে যা সময়োপযোগী। এছাড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনা হলে এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যেগুলোর উদ্রেক হৃদয়ে হয়ে থাকে।

অতএব, (জলসাগাহে) বসে গভীর মনোযোগের সাথে বক্তৃতাগুলো শুনুন। যেভাবে আমি বলেছি, এবার বাজার নেই। কিন্তু জলসার অনুষ্ঠানমালার বিরতির সময় যেসব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে তা যদিও এবার সীমিত পরিসরে করা হয়েছে সেখানে গিয়ে সেগুলো দেখুন এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হোন। ইনশাআল্লাহ্ পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রদর্শনীও ব্যাপক পরিসরে আয়োজিত হবে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনাও পূর্বের ন্যায় চালু হবে। এবার আবহাওয়াও শুষ্ক, এ বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখতে হবে। বৃষ্টি হয় নি। তাই আমি আশা করছি বিগত বছরের ন্যায় গাড়ি পার্কিং-এর ক্ষেত্রে ততটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না, ইনশাআল্লাহ্। গত বছর বৃষ্টির কারণে অনেক সমস্যা হয়েছিল। এছাড়াও এ বছর ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে, ট্র্যাক ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিসের ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধিকন্তু স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যাপক কাজ করা হয়েছে। গত মাসে যখন বৃষ্টি হয়েছিল তখন এর মাধ্যমে যেভাবে পানি নিষ্কাশিত হচ্ছিল তা থেকে মনে হয়, ভবিষ্যতেও এটি অনেক ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। যাহোক এ বছর এ দিনগুলোতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু গাড়ি পার্কিং-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো অধিক গাড়ি আসার কারণে ব্যবস্থপনাকেও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু গাড়িতে আগত লোকদের সহযোগিতা থাকলে খুব সহজেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। এজন্য গাড়িতে করে আসা লোকেরা ধৈর্য ও মনোবলের সাথে সড়ক ব্যবস্থাপনায় (নিয়োজিত কর্মীদের) সহায়তা করুন যাতে কোন প্রকার সমস্যা না হয়।

অনুরূপভাবে, যেমনটি আমি প্রতি বছর বলে থাকি, টয়লেট ও গোসলখানা ব্যবহারকারীরা এ বছর বিশেষভাবে পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং এবার বিশেষভাবে পানির অপচয় রোধ করুন। বৃষ্টিপাত কম হবার কারণে সরকারও পানি ব্যবহারে মিতব্যায়ী হবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পানি হিসাব করে ব্যবহার করুন। অনুরূপভাবে এখানে

শুষ্ক ঘাসে খুব সহজেই আগুন লেগে যায়। এ ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করুন। যে কোন ধরনের অসাবধানতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং আমাদের বা প্রতিবেশীদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের সবার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। কোন ব্যাগ বা পড়ে থাকা সন্দেহজনক কোন বস্তু দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনাকে অবগত করুন। ব্যবস্থাপনা ও স্ক্যানিংকার্যে নিয়োজিত কর্মীরাও কার্ড চেক করার সময় মাস্ক খুলে প্রত্যেকের চেহারা দেখুন যে, কার্ডের সাথে চেহারার মিল আছে কিনা। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং স্বীয় বিশেষ কল্যাণ বর্ষন করতে থাকুন।

আমি পুনরায় বলছি, এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহী ও ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। জামাতের উন্নতি এবং শত্রুদের থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র পথে বন্দিগণ, যারা কয়েদ ও বন্দিদশার কষ্ট সহ্য করছেন, তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। জুমুআর নামাযে এবং জুমুআর পরেও আর বাকি দিনগুলোতেও বিশেষভাবে দোয়ারত থাকুন।

পরিশেষে জলসার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ামূলক বাক্যাবলী উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

"প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করবেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন এবং তাদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করুন আর তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তাদের সব সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবস্থাকে তাদের অনুকূলে সহজ করে দিন আর তাদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে সকল প্রকার কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন আর পরকালে নিজ বান্দাদের সাথে তাদেরকে পুনরুত্থিত করুন, যাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা সদা বিরাজমান। আর তাদের এই সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন। হে মহামর্যাদাবান ও মহাদাতা খোদা! পরম দয়ালু ও সমস্যা-নিরসনকারী (খোদা)! আমার এসব দোয়া কবুল করে নাও। আর আমাদের বিরোধীদের বিপক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাথে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর, কেননা সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের একমাত্র অধিকারী তুমিই, আমীন।"

আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল নারী পুরুষকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। কিছু লোক জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকেও এসেছেন, কিন্তু এখানে এসে অসুস্থ হয়ে গেছেন বা কিছু লোক খুব উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তাদের সংকল্পের পুরস্কার দিন এবং তাদেরকেও এসব দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লণ্ডন কর্তৃক অনূদিত)